সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনলাইন নীতিমালা প্রণীত হোক

ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা রূপরেখা। আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলে কোনো কিছুই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে যেমন পারে না, তেমনি নীতিমালার নামে কোনো কিছুর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করলে পরিণাম মন্দ ছাড়া ভালো কিছুই হয় না। এর ফলে দেখা দেয় তীব্র অসন্তোষ, বাদ-প্রতিবাদ, যার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভূরি ভূরি। গত ১২ সেপ্টেম্বর অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনা (খসড়া) নীতিমালা ২০১২ ঘোষণার পরপরই দেশব্যাপী যে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় তা তারই এক দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের জন্য 'অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনা (খসড়া) নীতিমালা ২০১২'-এর ঘোষণা করা হয়। এই নীতিমালা ঘোষণার পরপরই ভার্চুয়াল দুনিয়ার পাশাপাশি সোচ্চার হয়ে ওঠে এ দেশের মানুষ। অনলাইন ফেসবুক, বিভিন্ন ব-গ ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের পাশাপাশি দেশজুড়ে শুরু হয় গোলটেবিল বৈঠক, মানববন্ধন, গণস্বাক্ষরের মতো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

আগেই উলে-খ করা হয়েছে, যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে, যেখানে থাকে সবার সম্মিলিত চিন্তাভাবনা। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা খসড়ায় এমন কিছু বিষয় সম্পৃক্ত করার কথা উলে-খ করা হয়েছে যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

এছাড়া খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় মন্ত্রণালয়ের পছন্দের কিছু প্রতিষ্ঠানকে ডেকে সভা করে এবং মতামত দেয়ার জন্যও তাদেরকে বলা হয়েছে। এ মতবিনিময়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কোনো সংগঠন বা এ খাতে যারা নীতিনির্ধারণ করতে পারেন, দিকনির্দেশনা দিতে পারেন তাদের কাউকে ডাকা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। আর এ কারণে অনেকেই মনে করেন ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের বা তথ্যপ্রকাশের পায়ে দাঙাবেড়ি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই খসড়া নীতিমালার মাধ্যমে। তাদের মতে, এ নীতিমালার প্রণেতারা যে ইন্টারনেটের পরিধি অনুভব করেন না তার প্রমাণ হচ্ছে, এরা অনলাইন গণমাধ্যম নামের এমন এক শব্দ ব্যবহার করেছেন যার কোনো ব্যাখ্যা এতে দেয়া হয়নি। এ ধরনের নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে দেখা যাবে যাদের কাছে টাকা আছে বা যাদের কাছে চার-পাঁচ টাকা কোনো ব্যাপার নয়, তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে অনলাইন গণমাধ্যমটি। এ ছাড়া এই খসড়া নীতিমালায় অনেক অসঙ্গতি আছে, যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে উলে-খ করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনলাইন নীতিমালাটি যেনো এ দেশের সব মহলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং দেশের বুদ্ধিজীবী, নীতিনির্ধারকদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে হয় সেদিকে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রীতুল
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইন্টারনেটের আওতায় ও আমাদের অবস্থান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের অনেক দেশ অনুন্নত বিশ্বের কাতার থেকে সরে এসে উন্নয়নশীল বিশ্বের কাতারে নিজেদেরকে তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে সেসব দেশের সরকারপ্রধান ও নীতিনির্ধারণী মহলের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের যথার্থ উপলব্ধি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণেই।

আমাদের দেশের কথা বা অবস্থা ভিন্ন। কেননা যখন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তথ্যপ্রযুক্তির সুফল বুঝতে পেরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন আমাদের দেশের নেতৃত্বদানকারীরা দেশের জনগণকে ভুল ধারণা দিতে থাকেন যে, এ দেশে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকলে দেশের তরুণেরা বেকার হয়ে পড়বে কিংবা বিদেশে তথ্য পাচার হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে দেশের মানুষকে বিশ্বের তথ্যভাণ্ডার খ্যাত ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত করে রাখেন।

শুধু তাই নয়, কোনো কোনো সরকার তথ্যপ্রযুক্তির সুফল বুঝতে পেরে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিলেও ব্যবহার ব্যয়বহুল হওয়ায় তা এখনো সবার নাগালের বাইরে তো রয়েছে, তেমনি রয়েছে দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারের অপ্রতুল সুযোগ। ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কয়েক দফা দাম কমালেও তা এখনো অনেকের জন্য ব্যয়বহুল, সেদিকে সরকারের নজর একটু কমই মনে হয়। অথচ এ সরকার ঘোষণা দিয়েছে এ দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার।

বর্তমান সরকারের এ ঘোষণায় দেশের তরুণ প্রজন্ম তথা সর্বসাধারণ এ দেশকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে নতুন নতুন প্রত্যাশার ও কর্মক্ষেত্রের। কেননা ইতোমধ্যে বিশ্বায়নের গতিধারায় আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পেরেছে তথ্যপ্রযুক্তিই দিতে পারবে তাদের স্বপ্নের বাস্তবতার ছোঁয়া। কিন্তু এ সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের যা যা দরকার তার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হলো ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার, যা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ইন্টারনেট এখনো দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়নি। কোনো কোনো বিভাগীয় জেলায় ইন্টারনেট সংযোগ বিস্তৃত হলেও সব উপজেলা পর্যায়ে হতে পারেনি। আর যদিওবা হয়েছে তা না হওয়ার মতোই।

সম্প্রতি আইটিইউর প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইন্টারনেটের আওতায় আছে ২০ শতাংশের বেশি পরিবার। তবে বাংলাদেশে এই হার মাত্র ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। জাতিসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন ইউনিয়ন তথা আইটিইউর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের চিত্র ২০১২' শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৭৭টি দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরা হয়।

এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০১১ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ ইন্টারনেটের আওতায় এসেছে। এক্ষেত্রে ১২৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। আর মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড-ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম।

বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেয়। অথচ এ সময়ের মধ্যে আইটিইউর জরিপে আমরা পিছিয়ে গেছি, যা আমাদের জন্য অপ্রত্যাশিত। এ সময়ের মধ্যে এদেশে আইসিটির উন্নয়নে তেমন কোনো কাজ যে হয়নি তেমন দাবি করছি না ঠিক, বরং বলা যায় অন্যান্য সরকারের আমলের চেয়ে বেশিই কাজ হয়েছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় সরকার ব্যক্ত করেছিল, যার জন্য দেশের সর্বসাধারণ প্রত্যাশার জাল বুনেছিল সে মাত্রায় নয়। আর যদি তা না হয়, তাহলে আইটিইউ ইনডেক্সে আমরা পিছিয়ে যাব কেনো? ইন্টারনেট ব্যবহারের অবস্থানে আমরা পিছিয়ে থাকবইবা কেনো?

সুতরাং সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে আমাদের দাবি, অতীতের সরকারগুলো বাংলাদেশের আইসিটি উন্নয়নে কী করেছে বা অতীতের সরকারগুলোর আমলের চেয়ে বর্তমান সরকার কত বেশি কাজ করেছে সেটি বিবেচনায় না এনে বরং আইটিইউর ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান আরো বেশি সম্মানজনক অবস্থানে কিভাবে আনা যায় সে চেষ্টাই করা উচিত। এর ফলে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের জনগণ আরো বেশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে অর্থাৎ ডিজিটালাইজড হবে।

তপন
সাতমাথা, বগুড়া

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।